দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

38

শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী স্বীকৃতি ও অনুদান বন্ধ

সরকারী-বেসরকারী কলেজসহ দেশের শিক্ষাংগনগুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবাধ লেখাপড়ার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ঐ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়। খবর তথ্য বিবরণীর।

এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছেঃ সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে কোন সরকারী কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত কিংবা বন্ধ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কলেজের সরকারী

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হবে। পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ভাল কলেজকে জাতীয়করণ করে সরকারী কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

একই কারণে কোন বেসরকারী কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত বা বন্ধ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কলেজের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে। একই সাথে কলেজের সকল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়া হবে। অন্যান্য সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃংখলা ও শিক্ষার ভাল পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করবে, সরকারী অনুদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সে-সব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ। সম্পদ সীমিত। আমাদের জনগণের এক বিরাট অংশ নিরক্ষর। কিন্তু জাতির সমৃদ্ধির ও উন্নতির জন্য দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দেশের শিক্ষার হার বাড়াতে না পারলে আগামী দিনগুলোতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কোনটাই অর্জন সম্ভব হবে না। তাই দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাংগনে কঠোর শৃংখলা অনুশীলনের ওপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল সরকারী ও বেসরকারী কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সরকারের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে।